Rupdam

রম্যছায়া চিত্র লিমিটেডের

রাত্রির তপস্যা

30-5-52

● সংগঠনে ●

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

সুশীল মজুমদার

প্রযোজনা

রমা ছায়াচিত্র লিমিটেড

কাহিনী—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। আলোক-চিত্র—বিশু চক্রবর্ত্তী।
শব্দ গ্রহণ—শিশির চট্টোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশ—বীরেন নাগ।
প্রধান কর্ম্মসচীব—অমল মজুমদার। সঙ্গীত পরিচালনা—সত্যজিৎ মজুমদার।
গীতি রচনা—গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। সম্পাদনা—অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়।
ব্যবস্থাপনা—শ্রীশ রায় চৌধুরী। রূপসজ্জা—রামু।
পশ্চাদপট—শান্তিদাস। নৃত্যপরিচালনা—অতীন লাল।
পরিস্ফুটন—বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী। আবহ-সঙ্গীত—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা।
স্থির চিত্র—ষ্টীল ফটো সার্ভিস, ফটো ক্রাফট, ।
টাইটেল—দিগেন ষ্টুডিও। প্রচার চিত্র—রূপদান, ব্যানার্জ্জি ষ্টুডিও।
মণীন্দ্র মিত্র, চিত্ত দাশ, সুধীন বোস।

● সহকারীতায় ●

চিত্র-নাট্য—মনোজ ভট্টাচার্য্য। পরিচালনায়—ভুজঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন গাঙ্গুলি, বলিন সোম ও কালীদাস সরকার।
আলোক-চিত্র—কে, এ, রেজা, অমিয় ঘোষ ও কানাই দে।
শব্দধারণে—সুশীল বিশ্বাস। সম্পাদনায়—দুলাল দত্ত ও শৈলেন দত্ত।
শিল্প-নির্দ্দেশনায়—অবিনাশ চক্রবর্ত্তী।
সঙ্গীত পরিচালনায়—নিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার। রূপসজ্জায়—প্রমথচন্দ্র চন্দ।
আলোক সম্পাতে—নরেশ সমাদ্দার, তিনকড়ি বোস, মাখন ও ধ্রুব ।
ব্যবস্থাপনায়—শম্ভুরায়, চণ্ডী দে।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, সাউণ্ড সিষ্টেমে গৃহিত

পরিবেশনা

গোল্ডেন মুভী কর্পোরেশন লিমিটেড

রাত্রির তপস্যা

(কাহিনীর সারাংশ)

●

রোঁমারোঁলা, রাসেল অথবা রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বজয়ী প্রতিভা না হ'লেও—ভূপেন ছিল একান্তের একাগ্র মানুষ—মূর্ত্তিমান জীবন-প্রতিভা। তাই সামান্য কেরাণীর ছেলে হয়েও অসামান্য তার জীবন-ব্রত। সুরু থেকেই আশা ও আদর্শের জীর্ণ বুকে সে ঘা দিতে সুরু করে—আর সে ঘা'এর প্রথম আঘাত এসে পড়ে তার বাবা উপেন বাবু'র হৃদয়ে। বি-এ সে পাশ করলো কিন্তু কেরাণী হয়ে বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হ'লো না। উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেন উপেন বাবু তার ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু ভূপেনের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। জীবনের মহান আদর্শের অনুপ্রেরণা সে পেয়েছে ভীষ্ম-প্রতীম জ্ঞান-গভীর আইনজ্ঞ মোহিত বাবুর কাছ থেকে। তার একমাত্র নাত্‌নী সন্ধ্যাকে সে পড়াতো—একান্ত-আত্ম নিয়োগে সন্ধ্যাকে সে গড়ে তুললো—ভাবে আর কল্পনায় সন্ধ্যা হ'লো ভূপেনের প্রথম সহচরী। ধীরে ধীরে এলো অলক্ষ্য বিধাতার ইঙ্গিত—ভাব পেলো ভালবাসায় রূপ—কিন্তু বাধ সাধলো কঠিন বাস্তব। ধনীর দুলালী শিক্ষা-জীবি গরীব মাষ্টার মশায়কে বরণ ক'রে নিয়ে আজীবন বিড়ম্বিত হ'বে—বাস্তব তা কিছুতেই স্বীকার ক'রে নিতে পারে না—চুরমার হয়ে গেল ভূপেন আর সন্ধ্যার কল্পনার সেতুবন্ধ। নির্ম্মম জীবনের ঢেউ এসে দু'জনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল দু'কূলে।............তবু ক্লান্তি নেই ভূপেনের—সন্ধান পেলো সে অন্তরের দুর্নিবার মানুষটির—দেখতে পেলো চোখের সামনে নতুন জগত—বিরাট কর্ম্মপথ। সেই বিরাট কর্ম্মপথে পা বাড়ালো ভূপেন—প্রেম তার কাছে তুচ্ছ হ'য়ে গেল। হাতে নিল সে

পরশুরামের কুঠার। সেই কুঠারের আঘাতে ভেঙ্গে পড়তে লাগলো বীরভূমের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের বিদ্যায়তনের জরাজীর্ণ ভিত—ধরা পড়লো তার বজ্রদৃঢ় চরিত্রের কাছে শিক্ষকদের যত কিছু বঞ্চনা।

কর্মজীবনের এই দুর্নিবার পরিক্রমায় শিক্ষাব্রতী ভূপেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন বিজয় বাবু—স্কুলের "আণ্ডার গ্রাজুয়েট" অসহায় মাষ্টার। ভূপেনের সামনে তিনি তুলে ধরলেন আত্মত্যাগের মহান আদর্শ। বিজয় বাবুর একমাত্র মেয়ে কল্যাণী আনলো ভূপেনের জীবনে শান্তির স্পর্শ। অনুপ্রাণিত ভূপেন বীরের মত এগিয়ে চললো তার অভিযাত্রায়।

এদিকে মাষ্টার মশায়কে হারিয়ে দুঃখ পেলো সন্ধ্যা অসীম কিন্তু ক্ষুব্ধ হ'লো না সে। বিধাতাকে প্রণাম ক'রে সে মনে মনে বললে "ক্ষমা করো প্রভু'—সব ক্লান্তি আমার দূ'র ক'রে দাও..." তার সে কথা ব্যর্থ হ'লোনা—তাই আইডিয়েলকে হারিয়েও পেলো সে আত্মজাগরণের অলক্ষ্য স্পর্শ—অন্তর থেকে নিরঙ্কুশ হ'লো সন্ধ্যার কামনার অঙ্কুর। চোখের জল মুছে সামনের দিকে তাকিয়ে সে দেখলে—তারও রয়েছে অনেক কাজ। সন্ধ্যা জেগে উঠলো নতুনরূপ নিয়ে—একহাতে প্রেমের অনির্বান আলো, অন্যহাতে জাগৃতির পূর্ণ পাত্র।...তারপর... ?

মনের পাতায় সন্ধ্যার মমতার স্পর্শ কি একেবারে মিথ্যে হ'য়ে যায় ভূপেনের কাছে? না নারী জীবনের অমলিন তপস্যায় সন্ধ্যার মন থেকে মুছে যায় ভূপেন? এ জবাবই রূপালী পর্দ্দায়।

রবীন্দ্র সঙ্গীত

(১)

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু ॥
এই-যে হিয়া থর থর কাঁপে আজি এমন তরো
এই বেদনা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, প্রভু ॥
এই দীনতা ক্ষমা করো, প্রভু,
পিছন-পানে তাকাই যদি কভু।
দিনের তাপে রৌদ্র জ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, প্রভু ॥

(২)

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে,
আকাশ ভাঙা আকুলধারা কোথাও না ধরে।
শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হে'কে হে'কে
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে।
আজি মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে ॥
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লুটেছে এই ঝড়ে—
বুক চাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কী কলরোল দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল।
হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে।
আজ এমন করে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে ॥

[রবীন্দ্র সঙ্গীত দু'খানি দ্বিজেন চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে গৃহীত]

ভজন

সুন্দর মোর
নওল কিশোর
এসহে শ্যামল নয়নাভিরাম।
পূজিব তোমায়
চরণে রাখি একটি প্রণাম।
আরতির দীপ নিভে নিভে যায়
মিলনের ফুল বিরহে শুকায়;
নিঠুর দেবতা কবে নাকি কথা!
নয়নধারা মানেনা বিরাম।
এমনি করে আর কতকাল
কাঁদাবে মোরে গিরিধারী লাল
এ জীবনে হায় নাহি যদি পাই
মরণ পারে শরণ নিলাম॥

বাউলের গান

ওরে কোথায় সেজন ফেরে—
আমার হারিয়ে যাওয়া মনের মানুষ যেরে।
খুঁজিতে সেই জনারে,
এ সংসারে
(আমি) হার মানিলাম বারে বারে
সে আমার মন হরেছে, প্রাণ ভরেছে
শেষে, নিদ নিল যে কেড়ে,
দেখা তার পেলে পরে
রাখি যে খাঁচায় ধ'রে
হেরিতে যেমন খুসি, দিবা নিশি
কেমনে বাঁধন ছেড়ে,
তুলনা কি দিব তার
আহা অপরূপ রূপের বাহার
থাকেত আলোয় আলো
নইলে আঁধার ভুবন ঘেরে॥

বাউরীদের গান

ধিতাং ধিতাং ধিতাংলো
উর উর উর ধিতাংলো
ও রঙিলা মেয়েলো ও রঙিলা মেয়েলো ও রঙিলা মেয়ে—
অ-তর ভম্‌রা-কালো নয়ন দুটী
কাহার পানে চেয়েলো, কাহার পানে চেয়েলো
পাহাড় পানে চেয়ে।
ধিতাং ধিতাং ধিতাংলো
উর উর উর ধিতাংলো
প্রাণের বাসা দূর গিরামে, টিক্‌লি লদীর চরগো, টিক্‌লি লদীর চর
আবার কেনে আমায় টানো আমি তুমার পরগো আমি তুমার পর।
ধিতাং তাং ধিতাং তাং
তাক্‌তা ধিতাং ধিতাং তাং
ও-ও ধরগো
ও রঙিলা ধরগো
এলো তুমার বরগো
আমি তুমার বর—
ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাংলো
তা উর উর তাক্ তা তাউর তাউর ধিতাং ধিতাংলো
ওই মাতলা মেঘে বাদলা এলো
শালের বন ছেয়েলো শালের বন ছেয়ে
ওই বাদলা গাঙে যাবো আমি
লা'খানি বেয়ে লো
লা খানি বেয়ে ॥

রূপদানে

ছবি বিশ্বাস, ছায়া দেবী, বিকাশ রায়, আরতি মজুমদার, প্রণতি ঘোষ, তুলসী লাহিড়ী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, মিহির ভট্টাচার্য্য, প্রভা দেবী, ননী মজুমদার, গৌরীশঙ্কর, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্যামলাহা, হরিধন মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ), নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, আশু বোস, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ), গিরীন চক্রবর্ত্তী, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত বসু, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপী, অতীনলাল, মাষ্টার লেতো, মাষ্টার পঙ্কজ, কেশব রায়, শ্যামল সেন, বিমল পোদ্দার, রবি ঘোষ, প্রণব রায়, কৃষ্ণকিশোর, কানাই মিলাই, বলিন সোম, পুর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, ইন্দ্রাণী রায়, চিত্রা মণ্ডল, পুষ্পা দেবী, উমা দেবী, উমা দে, বকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডলি, নমিতা।

Edited by Hironmoy Das Gupta and Printed at Anushilan Press,
48. Indian Mirror Street, Calcutta-13

মূল্য দুই আনা।